সুপ্রভাত

... 14 AUG 2008

যশোর শিক্ষা বোর্ডে ভুয়া নিবন্ধন বাণিজ্য

যশোর ব্যুরো

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া ভুয়া নিবন্ধনধারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা রয়েছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। বোর্ডের এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী ভুয়া নিবন্ধন প্রদানের মাধ্যমে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে তদন্ত হলেও অভিযুক্ত কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ২০০৮ সালে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে কমপক্ষে দেড়শ' ছাত্রছাত্রী ভুয়া নিবন্ধনের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। শুধু তাই নয়, অনেক শিক্ষার্থী বোর্ডের অনুমতি ছাড়াই বিদ্যালয় পরিবর্তন করে পরীক্ষা দিয়েছে। আবার কেউ বেউ শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি নিলেও তারা উল্লিখিত বিদ্যালয়ের পরিবর্তে অন্য বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। আর এসবের অধিকাংশই সম্ভব হয়েছে ভুয়া নিবন্ধনের মাধ্যমে। সূত্র বলেছে, চলতি বছর থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী টেস্টে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হবে তাদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। ফলে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী টেস্টে কৃতকার্য হতে পারেনি, তারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়। কোন কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও যশোর বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে টেস্টে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা স্কুল পরিবর্তন দেখিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়। এক্ষেত্রে অনেকেই ভুয়া নিবন্ধনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। নিয়ম অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষায় প্রবেশপত্র কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে হওয়ার কথা থাকলেও ওইসব শিক্ষার্থীকে প্রবেশপত্র সরবরাহ করা হয়েছে হাতে লিখে। ফলে কয়েকটি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন সময় তাৎক্ষণিকভাবে এ অনিয়ম ধরা পড়ে। এই অনিয়মে জড়িত থাকার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে অপসারণ করা হয়। ভুয়া নিবন্ধন সংক্রান্ত দুর্নীতি ও অনিয়ম উদঘাটনের জন্য পরবর্তী সময়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে ১৬১ জন শিক্ষার্থীর নিবন্ধনে অনিয়ম ধরা পড়ে। এর ফলে ওইসব এসএসসি পরীক্ষার্থীর ফলাফল স্থগিত রাখা হয়। এসব বিষয়ে শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত মতে, শিক্ষা বোর্ডের অনুমতি ছাড়া বিদ্যালয় পরিবর্তনের অপরাধে ৬৮ জন শিক্ষার্থীকে ১ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। ত্রুটিপূর্ণ ছাড়পত্রের কারণে ৯ জনকে জরিমানা করা হয় দেড় হাজার টাকা করে। বোর্ডের অনুমতি নিয়ে পরিবর্তন করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা না দেয়ার অপরাধে আরও ৪ জন শিক্ষার্থীকে জরিমানা করা হয়েছে। অনিয়মের অভিযোগে এসব শিক্ষার্থীকে জরিমানা করা হলেও পরে অবশ্য তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। তবে মেয়াদোত্তীর্ণ নিবন্ধন, ভুয়া নিবন্ধন ও অন্যান্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের অভিযোগে যশোর বোর্ডের ৮০ জন এসএসসি শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যশোর শিক্ষা বোর্ডের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী উল্লিখিত দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত তারা থেকে গেছেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাননি।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে : লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ